



Applied for e-ISSN vide application no. 76157, Dated 22/08/2026, UDYAM-WB-011-0097957

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ মাস, দ্বাদশ সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, আশ্বিন ২৬, ইংরেজি ২০২৬, অক্টোবর ১৪



নেক্সটজেন চিপ প্রযুক্তি ডিআরডিওর অধিবেশন

বেঙ্গালুরু: সেমিকন্ডাক্টর ও পরবর্তী প্রজন্মের চিপ প্রযুক্তিতে দেশীয় গবেষণা, উদ্ভাবন এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা বাড়ানোর লক্ষ্যে আগামী ২৭ থেকে ২৯ অক্টোবর নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত হতে চলেছে উদীয়মান বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন সম্মেলন (ইএসটিআইসি) ২০২৬। এই সম্মেলনে ‘সেমিকন্ডাক্টর ও পরবর্তী প্রজন্মের চিপ’ শীর্ষক বিশেষ অধিবেশন পরিচালনা করবে প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা (ডিআরডিও)। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টার নির্দেশনায় ১২টি মন্ত্রক ও দফতরের যৌথ উদ্যোগে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে। বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্য পূরণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আত্মনির্ভরতা জোরদার করাই এই উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ডিআরডিও-র বিশেষ অধিবেশনে শিল্পক্ষেত্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দেশীয় চিপ নির্মাণ পরিমণ্ডল এবং প্রতিরক্ষা ইলেকট্রনিক্স ক্ষেত্রের বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। মাইক্রোন ইন্ডিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মূল ভাষণের পর বক্তব্য রাখবেন ভারত সেমির মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক, নেত্রাসেমির মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক এবং আইআইটি মাদ্রাজের ডিরেক্টর। সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তির অগ্রগতি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত সিস্টেম-অন-চিপ, চিপের প্রান্তিক স্তরে বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ এবং মাইক্রোপ্রসেসর

প্রযুক্তির পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে। চিপ নির্মাণ, চিপের নকশা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক কম্পিউটিং, দেশীয় সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যাটফর্ম এবং প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তির ব্যবহার অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়। শিল্পক্ষেত্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কৌশলগত প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলির মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানো এবং গুরুত্বপূর্ণ ও পরবর্তী প্রজন্মের প্রযুক্তির জন্য দেশীয় সক্ষমতা গড়ে তোলার পথ চিহ্নিত করাও এই অধিবেশনের লক্ষ্য।

ডিআরডিও-র ইলেকট্রনিক্স ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিভাগের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তথা মহাপরিচালক ড. বি কে দাস ১৩ অক্টোবর কর্নটকের বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত সম্মেলনের প্রস্তুতিমূলক অনুষ্ঠানে সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তির গুরুত্ব তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পরবর্তী প্রজন্মের চিপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। টেলিযোগাযোগ, মোটরগাড়ির বিভিন্ন ব্যবস্থা, শিল্পক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং প্রতিরক্ষা প্ল্যাটফর্মের কার্যকারিতা বাড়াতে একটি পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য দেশীয় মাইক্রোইলেকট্রনিক্স পরিমণ্ডল গড়ে তোলা প্রয়োজন।

ড. দাস আরও বলেন, আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন, ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা এবং প্রযুক্তি রফতানির

দ্বিতীয় পাতায়

আলোচনায় মোদী

নয়াদিল্লি: বাণিজ্য, জ্বালানি, প্রযুক্তি, নিরাপত্তা এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ— ভারতের কৌশলগত অংশীদারিত্বের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক ক্যার্নির সঙ্গে টেলিফোনে এক উষ্ণ ও ফলপ্রসূ কথোপকথনে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সাম্প্রতিক ইতিবাচক অগ্রগতিকে কাজে লাগিয়ে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বাস্তব ফল অর্জনের বিষয়ে সহমত হন দুই নেতা। একই দিনে নয়াদিল্লিতে ব্লুমবার্গ নিউ ইকোনমি ফোরামের মধ্যে ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খ্যাঁষি সুনাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মোদী। পাশাপাশি, ভারতে নিজেদের উপস্থিতি আরও প্রসারিত করার ব্লুমবার্গের পরিকল্পনাকেও স্বাগত জানান তিনি। এই ভিডিও যোগাযোগের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতায় ভারতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার বিষয়টি সামনে এসেছে।

কানাডার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনের কথা সমাজমাধ্যমে জানিয়ে নরেন্দ্র মোদী বলেন, ভারত ও কানাডার সম্পর্কের ইতিবাচক অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দুই দেশ সম্মত হয়েছে। বাণিজ্য, জ্বালানি, প্রযুক্তি, নিরাপত্তা এবং দুই দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগের মতো ক্ষেত্রগুলিতে কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও কার্যকর করে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মোদীর বক্তব্য, ভারত ও কানাডা একসঙ্গে

আরও স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ বিশ্ব গঠনে অবদান রাখছে। তবে আলোচনায় কোন নির্দিষ্ট চুক্তি বা উদ্যোগ চূড়ান্ত হয়েছে, সে বিষয়ে সরকারি বিবৃতিতে বিস্তারিত জানানো হয়নি। এ দিনই ব্লুমবার্গ নিউ ইকোনমি ফোরামে প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী খ্যাঁষি সুনাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মোদী। ভারতের জনজীবনে ২৫ বছর পূর্ণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান সুনাক। সমাজমাধ্যমে দেওয়া বার্তায় তিনি মোদীর কাজের প্রতি নিষ্ঠা, কর্মশক্তি ও উদ্যমের প্রশংসা করেন। ভারত-ব্রিটেন সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির প্রসঙ্গে বাণিজ্য, প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন তিনি। সাক্ষাতের পর মোদীও সমাজমাধ্যমে সুনাকের সঙ্গে দেখা হওয়ার অভিজ্ঞতাকে আনন্দদায়ক বলে উল্লেখ করেন।

ব্লুমবার্গের প্রতিষ্ঠাতা মাইক ব্লুমবার্গের সঙ্গে বৈঠকও ছিল দিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতে তিন দশকের উপস্থিতি পূর্ণ করার প্রসঙ্গে ব্লুমবার্গ ভারতের দ্রুত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার ক্রমবর্ধমান নেতৃত্বের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করে তিনি জানান, দেশের অর্থনীতি, বাজার এবং মানুষের সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত হতে ব্লুমবার্গ ভারতে নিজেদের উপস্থিতি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছে। এই পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়ে মোদী

বলেন, ভারতে ব্লুমবার্গের ৩০ বছরের যাত্রা পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে তিনি সংস্থাটিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। দেশের অর্থনীতি, বাজার ও মানুষের সঙ্গে সংস্থাটির যোগাযোগ আরও গভীর করার উদ্যোগকে স্বাগত জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রীর মতে, ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপুল নতুন সুযোগ তৈরি করছে। ব্লুমবার্গ নিউ ইকোনমি ফোরামে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যেও ভারতের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি বলেন, একুশ শতকে প্রযুক্তি, তথ্য, জ্ঞান ও উদ্ভাবন শক্তির গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে উঠেছে। এই শক্তিকে মানুষের ক্ষমতায়ন এবং বৃহত্তর সামাজিক উন্নয়নে কাজে লাগানোই হওয়া উচিত মূল লক্ষ্য। তাঁর বক্তব্যে ‘পাওয়ার টু এমপাওয়ার’ বা ক্ষমতার মাধ্যমে অন্যকে সক্ষম করে তোলার ধারণা বিশেষ গুরুত্ব পায়। ডিজিটাল জনপরিকাঠামো, ডিজিটাল পেমেন্ট, স্টার্টআপ এবং সরকারি পরিষেবায় প্রযুক্তির ব্যবহারের উদাহরণ তুলে ধরে তিনি জানান, ভারতের অভিজ্ঞতা অন্য দেশগুলির সঙ্গেও ভাগ করে নেওয়া হচ্ছে।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী চলতি বছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে ভারতের ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধির হার, ৭০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎপাদন ক্ষমতা

দ্বিতীয় পাতায়

আকাশে ডিজিটাল বিরতি

নয়াদিল্লি: স্মার্টফোন ও ডিজিটাল যোগাযোগের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের মধ্যে হাতে লেখা চিঠির অভ্যাস ফিরিয়ে আনতে বিশেষ উদ্যোগ নিল কেন্দ্রীয় ডাক বিভাগ ও বিমান সংস্থা ইন্ডিগো। জাতীয় ডাক সপ্তাহের অংশ হিসেবে ১২ অক্টোবর ডাকটিকিট সংগ্রহ দিবসে দুই সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ‘ডিজিটাল ডিটক্স’ অভিযান আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে নির্বাচিত উড়ানের যাত্রীদের ডিজিটাল যন্ত্র থেকে কিছুটা বিরতি নিয়ে পোস্টকার্ডে প্রিয়জনদের উদ্দেশে মনের কথা লেখার আহ্বান জানানো হয়।

প্রসঙ্গত, ভারতে প্রতিটি মানুষের গড় স্ক্রিনটাইমের পরিমাণ ৫ থেকে ৭ ঘণ্টা। এই পরিমাণ, আমেরিকা বা চীনের মতো দেশগুলির সঙ্গে সমতুল্য। ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী কিশোর কিশোরীরা প্রতিদিন গড়ে ৪-৬ ঘণ্টা নিজেদের ডিজিটাল উপস্থিতি বজায় রাখতে ব্যয় করেন। সবচেয়ে ভয়াবহ দিকটি শিশুদের জন্য। এইমস রায়পুরের একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ভারতীয় শিশুরা প্রতিদিন গড়ে ২ ঘণ্টা স্ক্রিনের দিকে এক নাগারে তাকিয়ে থাকে। যা শিশুদের জন্য নির্ধারিত সীমার চাইতে অনেকটাই বেশি। এই পরিস্থিতিতে, ভারতীয় নাগরিকদেরকে শেকড়ের দিকে ফেরানোর তাগিদেই ভারতীয় ডাক বিভাগ, ইন্ডিগোর সহযোগিতায় ডিজিটাল ডিটক্স অভিযানের আয়োজন করে। অভিযানের অংশ হিসেবে নির্বাচিত ইন্ডিগো উড়ানের যাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বিশেষভাবে তৈরি ডিজিটাল ডিটক্স কিট। তার মধ্যে ছিল পোস্টকার্ড, যাতে যাত্রীরা নিজেদের পরিবার ও বন্ধুদের উদ্দেশে বার্তা লিখতে পারেন। বেঙ্গালুরু, দিল্লি, হায়দরাবাদ, কলকাতা,

মুম্বই ও চেন্নাইয়ের মধ্যে চলাচলকারী উড়ানের যাত্রীরা এই উদ্যোগে অংশ নেন। শহরগুলির পরিচিত স্থাপত্য ও দর্শনীয় স্থানকে কেন্দ্র করে বিশেষ পোস্টকার্ডও তৈরি করা হয়েছিল। যাত্রীরা বিমানে বসেই হাতে লেখা বার্তা তৈরি করেন। গন্তব্যে পৌঁছানোর পর বিমানবন্দরে রাখা ভারতীয় ডাক বিভাগের বিশেষ চিঠির বাক্সে পোস্টকার্ডগুলি জমা দেন তাঁরা। সেখান থেকে চিঠিগুলি প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আয়োজকদের মতে, এই উদ্যোগ ডিজিটাল যোগাযোগের

আরও অর্থবহ করে তোলা। হাতে লেখা চিঠি পাঠানোর মাধ্যমে মানুষ যেন দৈনন্দিন ডিজিটাল ব্যস্ততা থেকে বিরতি নিয়ে প্রিয়জনদের সঙ্গে সম্পর্কের দিকে মনোযোগ দিতে পারেন, সেই বার্তাই দেওয়া হয়েছে এই অভিযানে। ৯ থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত পালিত হচ্ছে জাতীয় ডাক সপ্তাহ। তারই অংশ হিসেবে আয়োজিত এই কর্মসূচির মাধ্যমে ভারতীয় ডাক বিভাগ হাতে লেখা চিঠির দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। ডিজিটাল পরিষেবার বিস্তারের পাশাপাশি ব্যক্তিগত

যোগাযোগের পুরনো মাধ্যমগুলির গুরুত্বও যে এখনও রয়েছে, এই উদ্যোগে সেই দিকটি সামনে এসেছে। সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল ফোন, ক্ষুদে বার্তা পরিষেবা, ই-মেল এবং সামাজিক মাধ্যম দৈনন্দিন যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে। মুহুর্তের মধ্যে বার্তা পাঠানো, ছবি ভাগ করে নেওয়া এবং দ্রুত উত্তর পাওয়ার সুবিধা পোস্টকার্ডের ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছে। হাতে চিঠি লেখার অভ্যাসও আগের তুলনায় কমেছে। ডাকব্যবস্থার মাধ্যমে বার্তা পৌঁছানোর জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা ডিজিটাল যোগাযোগের যুগে অনেকের কাছে দীর্ঘ বলে মনে হয়। ফলে একসময় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে থাকা পোস্টকার্ড ক্রমশ পিছনের সারিতে চলে গিয়েছে। তবে ইন্ডিয়া পোস্টের ডাকব্যবস্থায় পোস্টকার্ডের বিভিন্ন ধরন এখনও ডাকবিধিতে স্বীকৃত। সাধারণ পোস্টকার্ডের ডাকমাণ্ডল ৫০ পয়সা। বিজ্ঞাপনযুক্ত মেসদূত পোস্টকার্ডের ডাকমাণ্ডল ২৫ পয়সা। এ ছাড়া মুদ্রিত বার্তায়ুক্ত পোস্টকার্ড, প্রতিযোগিতার পোস্টকার্ড এবং উত্তর-সহ পোস্টকার্ডের মতো বিভিন্ন ধরনও রয়েছে। এই বৈচিত্র্য থেকে বোঝা যায়, নির্দিষ্ট কিছু প্রয়োজনে পোস্টকার্ডের ব্যবহার এখনও সম্ভব।



দ্রুততার বাইরে ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশের একটি বিকল্প অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছে। এক যাত্রী তাঁর অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে বলেন, ডিজিটাল যোগাযোগের যুগে ৩০ হাজার ফুট উচ্চতায় বসে তিনি একটি পোস্টকার্ড লিখেছেন। মেঘের মধ্যে পাওয়া শান্ত মুহুর্তে জীবনের বিশেষ মানুষদের জন্য নিজের ভাবনা কাগজে তুলে ধরার সুযোগটি তাঁর কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ডাক বিভাগের মতে, ডিজিটাল ডিটক্সের উদ্দেশ্য হল পর্দার সামনে কাটানো সময় কিছুটা কমানো, মনোযোগ বাড়ানো এবং মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগকে

বিমসটেক বৈঠকে দিল্লি ঘোষণা গ্রহণের সিদ্ধান্ত

নয়াদিল্লি: সন্ত্রাসবাদ, মাদক পাচার, মানব পাচার, সাইবার অপরাধ এবং সন্ত্রাসে অর্থায়নের মতো আন্তঃদেশীয় নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করতে দিল্লি ঘোষণা গ্রহণ করল বিমসটেকের সদস্য দেশগুলি। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সভাপতিত্বে আয়োজিত বিমসটেকের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে এই ঘোষণা গৃহীত হয়। বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মায়ানমার, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ডের প্রতিনিধিরা বৈঠকে অংশ নেন। নিরাপত্তা সহযোগিতার পাশাপাশি প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা, গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়, অপরাধীদের প্রত্যাগ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে অমিত শাহ বলেন, বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সদস্য দেশগুলিকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘বিশ্বমিত্র’ ভাবনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, শান্তি, সহাবস্থান ও মানবকল্যাণের আদর্শকে সামনে রেখে বিমসটেককে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও নিরাপত্তার কার্যকর মঞ্চ হিসেবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। ২০২৫ সালের ৪ এপ্রিল ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী যে আঞ্চলিক সহযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছিলেন, তার বাস্তবায়নে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ভারতের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতির কথা পুনর্ব্যক্ত করে অমিত শাহ বলেন, অঞ্চলের কোনও অংশ যাতে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির আশ্রয়, সদস্য সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ, অর্থ সংগ্রহ কিংবা প্রতিবেশী দেশের বিরুদ্ধে কার্যকলাপ চালানোর জায়গা হয়ে উঠতে না পারে, তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তিনি গোয়েন্দা তথ্যের দ্রুত আদানপ্রদান, আর্থিক তদন্ত, পারস্পরিক আইনি সহায়তা এবং অপরাধীদের প্রত্যাগণের উপর জোর দেন। জাতীয় আইন ও প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক চুক্তি

মেনে এই সহযোগিতা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। বৈঠকে সহযোগিতার পাঁচটি প্রধান ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়—মাদক নিয়ন্ত্রণ, সন্ত্রাসবাদ দমন ও আইনি সহযোগিতা, পলাতক অপরাধীদের প্রত্যাপণ, সাইবার নিরাপত্তা ও সাইবার অপরাধের তদন্ত এবং প্রতিষ্ঠানিক সহযোগিতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি। মাদক পাচারের সঙ্গে সংগঠিত অপরাধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের যোগসূত্রের কথা উল্লেখ করে অমিত শাহ বলেন, অবৈধ মাদক ব্যবসা তরুণ প্রজন্ম, সমাজ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। তাঁর মতে, এই সমস্যা মোকাবিলায় কোনও একটি দেশের বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ যথেষ্ট নয়; গোটা অঞ্চলের সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন। মাদক তৈরির পূর্ববর্তী রাসায়নিকের অবৈধ ব্যবহার এবং ডার্ক ওয়েবের মাধ্যমে লেনদেন এই চ্যালেঞ্জকে আরও জটিল করে তুলছে বলেও তিনি জানান। বৈঠকে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ নথি অনুমোদন করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে মানব পাচার প্রতিরোধ, অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সুরক্ষা ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিমসটেক কনভেনশন এগেনস্ট ট্রাফিকিং ইন পার্সনস; মাদকদ্রব্য, সাইকোট্রপিক পদার্থ এবং পূর্ববর্তী রাসায়নিকের অবৈধ পাচার রোধে কর্মপরিকল্পনা; অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন মোকাবিলায় সদস্য দেশগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধির সমঝোতাপত্র; অবৈধ আর্থিক প্রবাহ শনাক্ত ও প্রতিরোধের কর্মপরিকল্পনা; এবং বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রস্তুতি ও সমন্বয় বৃদ্ধির কর্মপরিকল্পনা। অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সংক্রান্ত সমঝোতাপত্রে বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণ, আর্থিক গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়, তদন্ত, সম্পদ পুনরুদ্ধার এবং অবৈধ আর্থিক লেনদেন প্রতিরোধে সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় পরিকল্পনায় ঝুঁকি নিরূপণ, যৌথ মহড়া, আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, বিপর্যয়ের মানচিত্র

দ্বিতীয় পাতায়



সম্পাদকীয়

ঐতিহাসিক স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ কোনও দেশের অতীতের নিছক স্মারক নয়। এগুলি সভ্যতার বিকাশ, মানুষের জীবনযাপন, স্থাপত্যবোধ এবং রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাসের জীবন্ত দলিল। সময়ের ক্ষয়, পরিবেশগত পরিবর্তন, অপরিকল্পিত পর্যটন এবং সংরক্ষণের অভাবে এই ঐতিহ্যের বড় অংশ ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ে। তাই প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা রক্ষার দায়িত্ব কেবল সরকারি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উপর ছেড়ে দিলে চলে না; এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন শিল্পপ্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সমাজ, গবেষক এবং সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ। এই প্রেক্ষাপটে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেডের (হ্যাল) ঐতিহ্য সংরক্ষণে আর্থিক সহায়তার উদ্যোগ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

হ্যাল ২০২৬-২৭ থেকে ২০২৮-২৯ অর্থবর্ষের জন্য হাম্পি, তাজমহল এবং বেকল দুর্গের সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক কাজের জন্য নীতিগতভাবে মোট ২৩.৬০ কোটি টাকা সহায়তার অনুমোদন দিয়েছে। এই উদ্যোগে যুক্ত রয়েছে ন্যাশনাল কালচারাল ফান্ড এবং ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বক্ষণ। হাম্পির উত্তর ও দক্ষিণ বাজার এলাকার নির্দিষ্ট অংশের সংরক্ষণ, তাজমহল এবং বেকল দুর্গে অনুমোদিত সংরক্ষণ ও স্থল-উন্নয়নের কাজ এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। পুরাতত্ত্ব সর্বক্ষণের তত্ত্বাবধানে কাজগুলি সম্পন্ন হওয়ার কথা। উদ্যোগটির গুরুত্ব আর্থিক বরাদ্দের অঙ্কে সীমাবদ্ধ নয়; ঐতিহ্য সংরক্ষণে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের একটি কার্যকর দৃষ্টান্তও এটি। তবে এই উদ্যোগের সাফল্য বিচার করতে হবে বাস্তব

সংরক্ষণের ফল দিয়ে। কোনও ঐতিহাসিক স্থাপনার সৌন্দর্য বাড়ানো আর তার প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা একবিষয় নয়। পর্যটকদের সুবিধা বাড়ানোর নামে অতিরিক্ত নির্মাণ, অপরিকল্পিত আলোকসজ্জা, বাণিজ্যিকীকরণ কিংবা মূল স্থাপত্যের চরিত্র বদলে যাওয়ার ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। সংরক্ষণের কাজ এমনভাবে করতে হবে, যাতে ঐতিহাসিক উপাদান, প্রাচীন নির্মাণপ্রযুক্তি এবং স্থাপনার মূল কাঠামো অক্ষত থাকে। এই ক্ষেত্রে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বক্ষণের কারিগরি তত্ত্বাবধান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। হাম্পির উত্তর ও দক্ষিণ বাজার এলাকার প্রায় ২৭০ মিটার ও ২৫০ মিটার অংশে প্রস্তাবিত কাজের ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিক পরিবেশের সামগ্রিক চরিত্র বজায় রাখা জরুরি। হাম্পি বিজয়নগর সাম্রাজ্যের নগরজীবন ও বাণিজ্যিক পরিকাঠামোর ইতিহাস বহন করে। তাজমহল এবং বেকল দুর্গের ক্ষেত্রেও সংরক্ষণের লক্ষ্য হওয়া উচিত স্থাপত্যের ঐতিহাসিক অখণ্ডতা রক্ষা করা। পর্যটক পরিষেবা উন্নত করা প্রয়োজন, তবে সেই উন্নয়ন যেন ঐতিহ্যের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি না করে।

এই উদ্যোগের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেট সংস্থার যৌথ অংশগ্রহণ। সরকারি সংরক্ষণ প্রচেষ্টার সঙ্গে বেসরকারি ও রাষ্ট্রীয়ত্ব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আর্থিক সামর্থ্য যুক্ত করা সম্ভব হয়। তবে অর্থ বরাদ্দের পাশাপাশি প্রকল্পের অগ্রগতি, ব্যয়ের হিসাব, সংরক্ষণের মান এবং কাজ শেষ হওয়ার পর স্থাপনার অবস্থার মূল্যায়নও প্রকাশ্যে আসবে।

চর্মরোগের চিকিৎসার নির্দেশিকা প্রকাশ আয়ুষের

নয়াদিল্লি: প্রতিবছর ভারতের মতো একটি বহুজনপদী দেশে, গুরুতর চর্মরোগ নিয়ে লাখেলাখে রুগী হাসপাতালমুখী হন। তাঁদের অনেকেই পোড়ার আঘাত নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসেন। ২০১২ সালের একটি সমীক্ষায় উঠেছিল, প্রতি বছর অন্তত ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ রুগী পোড়ার আঘাতের চিকিৎসা করাতে আসেন। অন্যদিকে, একজিমা, হাজার মত রোগগুলি নিয়ে মোট রুগীর ৯.২৫ শতাংশ রুগী হাসপাতালে যান। যদিও এই রুগীদের কতজন আধুনিক চিকিৎসায় সরে ওঠেন সেনিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। বিশেষত সোরিয়াসিস, একজিমার মতো রোগগুলির ক্ষেত্রে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় কোনও দীর্ঘমেয়াদে রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। এই পরিস্থিতিতে, চর্মরোগ জনিত সমস্যায় ভোগা সাধারণ মানুষের কথা ভেবে, দেশের আয়ুষ মন্ত্রকের তরফে, আয়ুর্বেদিক, ইউনানি, সিদ্ধ ও হোমিওপ্যাথির মতো চিকিৎসা ব্যবস্থায় ইতিপূর্বেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এবার বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতিতে চর্মরোগের চিকিৎসার জন্য নতুন পদ্ধতির অবতারণা করলো আয়ুষ মন্ত্রক। সোরিয়াসিস, ভিটিলিগো, ডার্মাটাইটিস, আর্টিকারিয়া ও হুত্রাকজনিত ত্বকের সংক্রমণ-সহ বিভিন্ন চর্মরোগের চিকিৎসায় নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণের লক্ষ্যে স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট গাইডলাইনস বা মানসম্মত চিকিৎসা নির্দেশিকা প্রকাশ করল কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রক। আয়ুর্বেদ, সিদ্ধ, ইউনানি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাপদ্ধতির জন্য পৃথক নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। এর সঙ্গে যোগকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের স্বাস্থ্য পরিষেবা মহাপরিচালকের অধীন আয়ুষ শাখা এই নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছে। চর্মরোগের চিকিৎসায় পদ্ধতিগত সামঞ্জস্য, গুণমান নিশ্চিত করা এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যনির্ভর চিকিৎসা চর্চাকে উৎসাহিত করাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য। একাদশ আয়ুর্বেদ দিবস উপলক্ষে নির্দেশিকাগুলি প্রকাশ করা হয়। কেন্দ্রীয় আয়ুষ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী প্রতাপরাও যাদব বলেন, এই নির্দেশিকা আয়ুষ চিকিৎসাপদ্ধতিগুলিকে দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার সঙ্গে আরও সুসংহত করতে সাহায্য করবে। তাঁর বক্তব্য, প্রতিটি চিকিৎসাপদ্ধতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে নিরাপদ ও কার্যকর চিকিৎসার পথনির্দেশ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এর ফলে সাধারণ চর্মরোগের চিকিৎসায় রোগীর পরিষেবার মান উন্নত হবে এবং জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আয়ুষের ভূমিকা আরও শক্তিশালী হবে বলে তিনি আশা

প্রকাশ করেন। আয়ুষ মন্ত্রকের সচিব বৈদ্য রাজেশ কোটেচা জানান, নির্দেশিকাগুলি রোগ প্রতিরোধ, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা, পরবর্তী পর্যবেক্ষণ এবং পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের ব্যবহারিক সুপারিশ দেবে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, প্রাচীন চিকিৎসা-গ্রন্থের পর্যালোচনা এবং সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল্যায়নের ভিত্তিতে এগুলি তৈরি হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা মহাপরিচালক ডা. লভনীশ জি কৃষ্ণের মতে, বিভিন্ন চিকিৎসাপদ্ধতির বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার মাধ্যমে চিকিৎসার গুণমান ও সামঞ্জস্য বৃদ্ধিতে এই নির্দেশিকা সহায়ক হবে। নির্দেশিকা তৈরির কাজে আয়ুষ গবেষণা পরিষদ, আয়ুর্বেদ, ইউনানি, সিদ্ধ ও হোমিওপ্যাথির অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ, যোগ বিশেষজ্ঞ এবং আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন। বিশেষজ্ঞদের আলোচনা, প্রচলিত চিকিৎসা-গ্রন্থের পর্যালোচনা, বর্তমান বৈজ্ঞানিক তথ্যের মূল্যায়ন এবং ঐকমত্যের ভিত্তিতে সুপারিশগুলি চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রতিটি চিকিৎসাপদ্ধতির মৌলিক নীতি অক্ষুণ্ণ রাখার পাশাপাশি চিকিৎসার ক্ষেত্রে আরও সুসংহত নির্দেশ দেওয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকাগুলির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল বাস্তব চিকিৎসা পরিষেবায় সেগুলির কার্যকারিতা ও ব্যবহারিক উপযোগিতা যাচাই করা। দিল্লির জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের আয়ুষ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্বাস্থ্য পরিষেবায় কর্মরত মেডিক্যাল অফিসারদের মাধ্যমে নির্দেশিকার খসড়া পরীক্ষা করা হয়। চিকিৎসকেরা বাস্তবে এই নির্দেশিকা প্রয়োগ করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা ও মতামত দেন, তা চূড়ান্ত নথিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে মন্ত্রক জানিয়েছে। আয়ুষ মন্ত্রকের মতে, এই নির্দেশিকা চিকিৎসকদের যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রশিক্ষণ, শিক্ষাদান এবং ভবিষ্যৎ গবেষণায় সহায়তা করবে। আয়ুষ চিকিৎসক, আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, গবেষক ও নীতিনির্ধারকদের জন্যও এগুলি তথ্যসূত্র হিসেবে কাজে আসবে। তবে নির্দেশিকা প্রকাশের অর্থ এই নয় যে উল্লিখিত সব চিকিৎসাপদ্ধতি প্রতিটি চর্মরোগে সমান কার্যকর বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নির্দিষ্ট চিকিৎসার কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা বিচার করতে সংশ্লিষ্ট রোগের জন্য প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এবং চিকিৎসাগত মূল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ। চারটি পৃথক নির্দেশিকা আয়ুষ মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। আয়ুর্বেদ, সিদ্ধ, ইউনানি ও হোমিওপ্যাথির জন্য তৈরি নথিগুলিতে সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী চিকিৎসার সুপারিশ দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় হুমকি রোধে এমআই৫

লন্ডন: ঠান্ডা যুদ্ধের সময়ের তুলনায় বর্তমানে বিদেশি রাষ্ট্রের হুমকি মোকাবিলায় বেশি সম্পদ ও কর্মী নিয়োগ করছে ব্রিটেনের অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা এমআই৫। সংস্থার প্রধান স্যার কেন ম্যাককালাম জানিয়েছেন, গত এক দশকে বিদেশি প্রতিপক্ষের কাছ থেকে আসা হুমকি চার গুণ বেড়েছে। তাঁর বক্তব্য, রাশিয়া এখন ব্রিটেনের কাছে প্রধান রাষ্ট্রীয় প্রতিপক্ষ। পাশাপাশি, ইরান-সংশ্লিষ্ট তৎপরতা থেকে ইহুদি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সামরিক ঘাঁটির নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। লন্ডনে এমআই৫-এর বার্ষিক ভাষণে ম্যাককালাম বলেন, রাশিয়া ইউরোপের দেশগুলিকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের পরোক্ষ ও অপ্রচলিত অভিযান চালাচ্ছে। সাইবার হামলা, অভ্যর্থিত এবং ভুয়ো তথ্য ছড়ানোর মতো পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করাকে সাধারণত ‘হাইব্রিড যুদ্ধ’ বলা হয়। তাঁর মতে, ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার সামরিক অভিযানে অগ্রগতি সীমিত এবং তার মূল্য অত্যন্ত বেশি। ন্যাটোর সঙ্গে সরাসরি প্রচলিত যুদ্ধে না জড়িয়ে মক্ষো ইউরোপের দেশগুলির নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে চাপে রাখার চেষ্টা করছে।

ব্রিটেনে রুশ গুপ্তচরদের শনাক্ত করে বহিষ্কারের ফলে মক্ষোর গোপন নেটওয়ার্ক দুর্বল হয়েছে বলে দাবি করেন ম্যাককালাম। ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার আগ্রাসন শুরুর পর থেকে প্রায় এক হাজার রুশ কূটনীতিক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বহিষ্কারের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, এখন ক্রেমলিন বিভিন্ন হামলার চেষ্টা চালাতে অপরাধীদের অর্থ দিয়ে কাজে লাগাচ্ছে। তাঁর কথায়, এগুলি কোনও শক্তিদ্বার রাষ্ট্রের কৌশলগত সুবিধাজনক অবস্থানের লক্ষণ নয়। ব্রেঙ্কিট গণভোটে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের অভিযোগ নিয়েও বক্তব্য রাখেন এমআই৫ প্রধান। তাঁর মতে, গণভোটকে প্রভাবিত করার জন্য রাশিয়ার তরফে চেষ্টা চালানোর বিষয়টি নতুন নয়। রুশ সংবাদমাধ্যম, ইন্টারনেট ট্রোল এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে

পরিচালিত ভুয়ো অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বিতর্কে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা হয়েছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। তবে তিনি স্পষ্ট করেন, হস্তক্ষেপের চেষ্টা এবং সেই চেষ্টায় কাজক্ষত ফল অর্জন—দুটি আলাদা বিষয়। ২০১৬ সালের গণভোটের ফল নিয়ে বিতর্ক তৈরি করে প্রতিপক্ষের প্রচারকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়ে সতর্ক করেন তিনি। ইরান-সংশ্লিষ্ট তৎপরতা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ম্যাককালাম। তাঁর দাবি, গত এক বছরে ইরানের সঙ্গে যুক্ত কার্যকলাপের অভিযোগে ৫০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই তৎপরতার লক্ষ্য ছিল ইহুদি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সামরিক স্থাপনার মতো গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা-সংক্রান্ত পরিকাঠামো। থ্রস্টারশায়ারের আরএএফ ফেয়ারফোর্ড বিমানঘাঁটির কাছে সন্দেহজনক তিনটি ভ্যান দেখতে পাওয়ার ঘটনায় সাত জনকে গ্রেফতার করে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। ম্যাককালাম বলেন, ব্রিটেনে ইরানের আগ্রহ ওই বিমানঘাঁটির ঘটনাতেই সীমাবদ্ধ নয়। তবে এই ঘটনায় ইরানের সরাসরি নির্দেশের অভিযোগের পক্ষে তিনি প্রকাশ্যে কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ তুলে ধরেননি। ব্রিটিশ রাজনীতিক অ্যান্ডি বুলহ্যাম অবশ্য ঘটনাটিকে ইরানের ইসলামিক রেভলুশনারি গার্ড কর্পসের নির্দেশিত বলে মন্তব্য করেছেন। এদিকে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্রুত অগ্রগতি সাইবার নিরাপত্তা এবং সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে বলে সতর্ক করেছেন এমআই৫ প্রধান। তাঁর বক্তব্য, এই প্রযুক্তি নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে প্রচার ও উগ্রপন্থী বিষয়বস্তু তৈরি করতে পারে। গোয়েন্দা সংস্থা এমন সন্ত্রাসীদের শনাক্ত করেছে, যারা নজরদারি ও হামলার পরিকল্পনা উন্নত করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করার চেষ্টা করছিল। প্রযুক্তি-নির্ভর ড্রোনের ব্যবহারও নতুন ঝুঁকি তৈরি করছে। ম্যাককালামের মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহারে জৈব অস্ত্রের ঝুঁকি বিশেষভাবে উদ্বেগজনক। এই আশঙ্কা এখনও বাস্তব রূপ

নেয়নি, তবে প্রযুক্তিটি ভবিষ্যতে বিপদের মাত্রা বদলে দিতে পারে। এই ধরনের ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য এমআই৫ একটি নতুন ‘এআই থ্রেট অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার’ চালু করেছে। ব্রিটেনের এমআই৫, জিসিএইচকিউ ও এমআই৬-এর পাশাপাশি এআই সিকিউরিটি ইনস্টিটিউট এই বিষয়ে কাজ করছে। সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রেও হুমকির ধরন বদলাচ্ছে। গত এপ্রিলে ব্রিটেনে সন্ত্রাসবাদী হামলার সতর্কতার মাত্রা পাঁচ বছরের মধ্যে প্রথমবার ‘সিভিয়ার’ পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। এর অর্থ, হামলার আশঙ্কা অত্যন্ত বেশি। আল-কায়দা ও তথাকথিত ইসলামিক স্টেটের মতো সংগঠন এখনও হামলার নির্দেশ দেওয়া এবং উগ্রপন্থায় অনুপ্রাণিত করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানান ম্যাককালাম। একই সঙ্গে উগ্র দক্ষিণপন্থী সন্ত্রাসবাদের ঝুঁকিও বেড়েছে। বিশেষত অভিবাসনবিরোধী ও মুসলিমবিরোধী মনোভাব থেকে সৃষ্ট ক্ষোভের কিছু ঘটনা সন্ত্রাসবাদী অভিপ্রায়ে রূপ নিচ্ছে বলে জানান তিনি। ইস্টারনেটের মাধ্যমে তরুণদের উগ্রপন্থায় আকৃষ্ট হওয়ার প্রবণতা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন ম্যাককালাম। তাঁর কথায়, সম্প্রতি ব্রিটেনে মাত্র ১৩ বছর বয়সি এক উগ্রপন্থায় প্রভাবিত কিশোরকে নিয়ে তদন্ত চালানো হয়েছে। সেই তদন্ত থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ব্রিটেনের এক আন্তর্জাতিক সহযোগী দেশে একটি প্রাণঘাতী হামলা প্রতিরোধ করতে পেরেছে। ম্যাককালাম জানান, বিদেশি রাষ্ট্রের হয়ে ব্রিটেনের স্বাথবিরোধী কাজ করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ২০২৩ সালের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। চিন, ইরান ও রাশিয়াকে ঘিরে নিরাপত্তা-সংক্রান্ত হুমকি মোকাবিলাতেও এই আইন ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ব্রিটেনের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হুমকি ও সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার গুরুত্ব এখন প্রায় সমান পর্যায়ে পৌঁছেছে—যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নিরাপত্তা নীতির এক বড় পরিবর্তন।

আলোচনায়...

প্রথম পাতার বাকি অংশ বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্য, বিশ্ব অর্থনীতিতে সরবরাহ শৃঙ্খলের বিঘ্ন, জ্বালানি ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজের জোগান নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের মধ্যে নির্ভরযোগ্য অংশীদারিত্বের গুরুত্ব বাড়ছে। ভারত নিজের উন্নয়নের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানেও অবদান রাখতে চায় বলে জানান তিনি। ভারত-কানাডা সম্পর্কের কৌশলগত ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতা বৃদ্ধি, ভারত-ব্রিটেন সম্পর্কের বাণিজ্য ও প্রযুক্তিগত দিক নিয়ে আলোচনা এবং ভারতে রুমবার্গের সম্প্রসারণের পরিকল্পনা—দিনের এই তিনটি ঘটনাই আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক যোগাযোগে ভারতের গুরুত্বকে সামনে এনেছে। তবে এই যোগাযোগগুলির পরবর্তী পর্যায়ে কী ধরনের নির্দিষ্ট চুক্তি, বিনিয়োগ বা যৌথ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়, তার উপরই সহযোগিতার বাস্তব অগ্রগতি নির্ভর করবে।

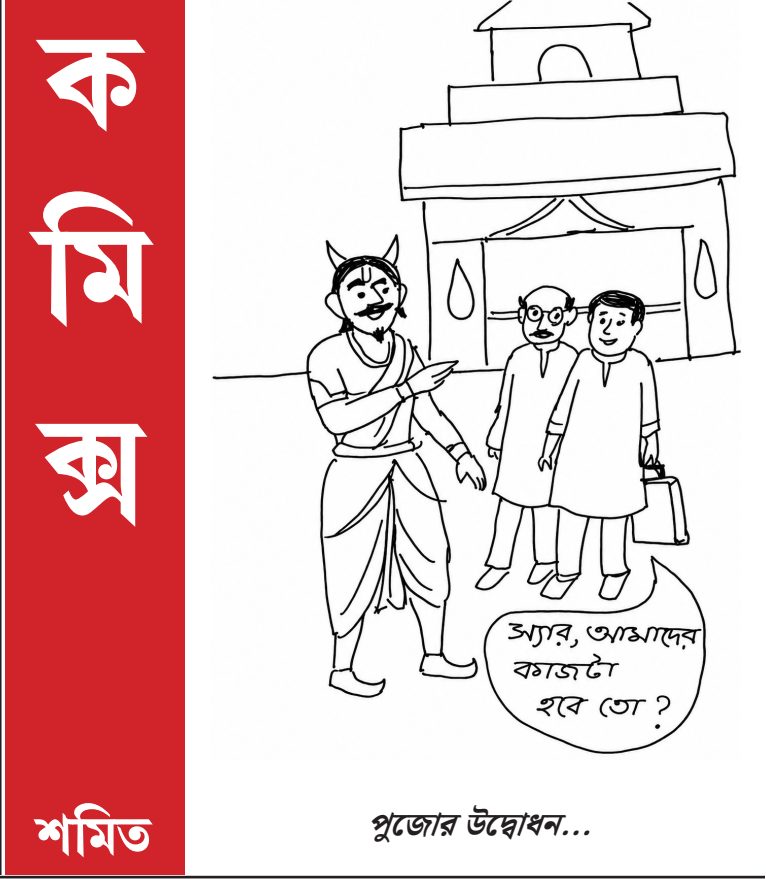
ডিআরডিও...

প্রথম পাতার বাকি অংশ উপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের প্রভাব থেকে দেশের অর্থনীতিকে সুরক্ষিত রাখতে দেশীয় সক্ষমতা বাড়ানো জরুরি। চিপের নকশা থেকে উৎপাদন ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির বিভিন্ন স্তরে ভারতের সক্ষমতা বাড়িয়ে বিশ্ব সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে ওঠার লক্ষ্যও তুলে ধরেন তিনি। এর মাধ্যমে কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন এবং উচ্চমূল্যের প্রযুক্তিপণ্যের রফতানি বাড়ানোর সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। ডিআরডিও-র প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা বিভাগের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তথা মহাপরিচালক ড. অনুপম শর্মা আধুনিক যুদ্ধে সেমিকন্ডাক্টরের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, সামরিক অভিযানের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই প্রযুক্তির ব্যবহার রয়েছে। তাঁর পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০৩৫ সালের মধ্যে সেমিকন্ডাক্টর-সম্পর্কিত ব্যবসার পরিমাণ ২০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেতে পারে। সম্মেলনে ডিআরডিও-র প্রদর্শনী কেন্দ্রেও দেশীয় প্রযুক্তির বিভিন্ন উদ্ভাবন তুলে ধরা হবে। সেখানে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, কোয়ান্টাম প্রযুক্তির নমুনা, প্রচণ্ড ঠান্ডার উপযোগী পোশাক, ‘প্রবলা’ মহিলা-উপযোগী পূর্ণদেহ সুরক্ষা ব্যবস্থা, নিক্রিয় ও চালিত এক্সোস্কেলেটন, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন স্পন্দিত জোর দাওয়াত এবং স্ক্র্যামজেট ইঞ্জিন প্রযুক্তি প্রদর্শিত হবে।

বিমসটেক বৈঠকে দিল্লি...

প্রথম পাতার বাকি অংশ তৈরি, তথ্য বিনিময়, গবেষণা ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দিল্লি ঘোষণায় আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের পাশাপাশি উগ্রপন্থা, মানব পাচার, সাইবার অপরাধ, সংগঠিত অপরাধ, অস্ত্র পাচার এবং সাইবার পরিসরের অপব্যবহার রোধে সমন্বিত পদক্ষেপের অঙ্গীকার করা হয়েছে। অনলাইন প্রতারণা চক্রে পাচার হওয়া ব্যক্তিদের জোর করে অপরাধে যুক্ত করার বিষয়টিও ঘোষণায় গুরুত্ব পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকার ও সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিমসটেকের সন্ত্রাসবাদ, আন্তঃদেশীয় সংগঠিত অপরাধ ও অবৈধ মাদক পাচার মোকাবিলা সংক্রান্ত কনভেনশন ২০২১ সালের মার্চে কার্যকর হয়েছিল। দিল্লি ঘোষণায় এই কনভেনশন এবং অপরাধমূলক বিষয়ে পারস্পরিক

আইনি সহায়তা সংক্রান্ত কনভেনশন কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মানব পাচার, মাদক নিয়ন্ত্রণ ও অর্থ পাচার রোধে ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হওয়া কর্মপরিকল্পনাগুলির বাস্তবায়নের পাশাপাশি অপরাধীদের প্রত্যর্পণ এবং পাচারের শিকার ব্যক্তিদের উদ্ধার, দেশে ফেরানো ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রস্তাবিত নথিগুলিও দ্রুত চূড়ান্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষেত্রে ভারতের জামনগরে বিমসটেক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন অমিত শাহ। আঞ্চলিক বিপর্যয়ের সময়ে ভারত প্রথম সাাড়াদানকারী দেশ হিসেবে যে ভূমিকা পালন করে, এই কেন্দ্র সেই সহযোগিতাকে আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারে বলে তাঁর বক্তব্য। সদস্য দেশগুলিকে কেন্দ্রটি কার্যকর করে তোলার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।



পুজোর উদ্বোধন...